# ক্রিয়া ও কাল ৯

বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া—এই পাঁচ প্রকার পদ নিয়েই বাংলা বাক্যের গঠন বৈচিত্র্য। বাক্য তৈরির জন্য ক্রিয়া পদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। বাক্যে ক্রিয়াপদ থাকবেই। তবে কখনও হয়ত তার চেহারা চোখে পড়ে না—তার সাহচর্য হয় আড়ালে।

শব্দের সাথে বিভক্তি যুক্ত হলে তা হয় পদ। বাক্যের সম্বন্ধ নির্ণয় করে ব্যবহারের জন্য শব্দ রূপান্তরিত হয়ে পদ গঠিত হয়। যে পদের সহায়তায় কোন কিছু করা বা হওয়া বা কোন কাজ বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যে পদ দিয়ে কোন কাজ সম্পাদন বোঝায় তাই ক্রিয়া। যেমন ঃ পড়া, খেলা, যাওয়া, খাওয়া, বেড়ানো ইত্যাদি। ক্রিয়াপদের সাহায্যে কোন কালের, কোন ভাবের ও কোন প্রকারের ক্রিয়া ব্যাপারের সংঘটন বোঝানো হয়।

ধাতুর সাথে বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। সে পড়ে। এখানে 'পড়ে' ক্রিয়াপদ। এ ক্রিয়াপদের ধাতু হল 'পড়্'। এর সাথে 'এ' বিভক্তি যোগে 'পড়ে' ক্রিয়াপদ গঠিত হয়েছে। আপা কলেজে 'গেছেন', রানা ক্লাসে 'এসেছে', অধ্যাপিকা বক্তৃতা 'দিচ্ছেন' —এসব বাক্যে 'গেছেন', 'এসেছে', 'দিচ্ছেন'—এসব ক্রিয়াপদ। বাক্যগুলোতে ক্রিয়াপদের অর্থ প্রকাশের দিক থেকে অবস্থান বিবেচনা করলে এদের অপরিহার্যতা সহজেই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্য সম্পূর্ণ হয় না। শুধু ক্রিয়াপদ দিয়েও বাক্য হতে পারে। যেমন ঃ পড়। যাও। খাও ইত্যাদি। খুকি পড়া শোনা রেখে খেলতে গেল।—এ বাক্যে ক্রিয়ার আধিক্য দেখা যেতে পারে। তবে কখনও কখনও বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে। রানা ভাল ছেলে। এখানে ক্রিয়াপদটি উহ্য রয়ে গেছে। রানা হয় ভাল ছেলে—এমন হলে 'হয়' ক্রিয়াপদ লক্ষ্যযোগ্য হত। কিন্তু বাক্য গঠন ও ব্যবহারে 'হয়' ক্রিয়াপদ ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না।

রানী সুন্দরী ; রীনা ফর্সা ; দীনা বয়সে ছোট—এসব বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য রয়েছে। তবে ক্রিয়াপদ উহ্য থাকলেও অর্থ প্রকাশে ক্রিয়াপদের গুরুত্ব আছে। রীনা ফর্সা ছিল, রীনা ফর্সা হয়েছে, রীনা ফর্সা হবে—এসব ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ উহ্য থাকলে চলে না। 'হ' ধাতু থেকে তৈরি 'হয়' ক্রিয়া বর্তমানকালে প্রায়ই উহ্য থাকে।

**ক্রিয়াপদের দুটি অংশ ঃ** ধাতু ও বিভক্তি। মূল অংশটি ধাতু, আর বাড়তি অংশটি বিভক্তি। সে খেলে : এখানে খেল্ ধাতুর সাথে বাড়তি 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়ে 'খেলে' ক্রিয়াপদ গঠিত হয়েছে।

ক্রিয়াপদের মূল অংশ ধাতুর বৈশিষ্ট্য থেকে ক্রিয়াপদ গঠনে বৈচিত্র্য আসে। তাই ধাতুর প্রকারভেদ লক্ষণীয়। ধাতু তিন রকম ঃ ১. মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু ; ২. সাধিত ধাতু এবং ৩. যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু।

**১. মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু ঃ** যে ধাতুকে বিশ্লেষণ করা যায় না। যেগুলো স্বতঃসিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ সেসব ধাতুই মৌলিক ধাতু। যেমন ঃ যা, চল্, হ, পড় ইত্যাদি।

**২. সাধিত ধাতু ঃ** মৌলিক ধাতু বা শব্দের পরে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ধাতু গঠিত হয় তার নাম সাধিত ধাতু।

সাধিত ধাতু নানারকম হয় ঃ

**ক. ণিজন্ত বা প্রযোজক ধাতু ঃ** মৌলিক ধাতুর সাথে 'আ' বা 'ওয়া' প্রত্যয় যোগ করে গঠিত ক্রিয়া যখন কারও প্রযোজনায় অপর কোন জন কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া বোঝায় তখন তাকে ণিজন্ত বা প্রযোজক বা প্রেরণাত্মক ধাতু বলা হয়।

যেমন ঃ কর + আ = করা (কাউকে দিয়ে করানো)। √ নাচ্—√ নাচা (নাচায়) ; √ টল্—√ টলা (টলায়) ; √ দেখ্—√ দেখা (দেখায়) ; √ খা = √খাওয়া (খাওয়ানো) ; √ হ— √ হওয়া (হওয়ায়) ইত্যাদি।

**খ. নাম ধাতু ঃ** সাধারণ বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের শেষে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে যে ধাতু গঠিত হয় তাকে নামধাতু বলে। যেমন ঃ হাত—√ হাতা (হাতিয়েছে) ; ঘুম—ঘুমা (ঘুমাও) ; দাবড়—দাবড়া (দাবড়ায়) ; আঁকড়—আঁকড়া (আঁকড়িয়ে ধরেছে)।

কখনও আকারান্ত নামশব্দ প্রত্যয় ছাড়াই ধাতুরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ লতা—√ লতা (লতানো) ; জুতা—√জুতা (জুতানো)।

কবিতায় বিশেষ্য শব্দ অনেক সময় ধাতুরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতায় এমন দেখা যায়। যেমন ঃ দানি-দানিল; প্রকাশ—প্রকাশিল, প্রভাত—প্রভাতিল ইত্যাদি।

**গ. ধ্বন্যাত্মক ধাতু ঃ** ধ্বন্যাত্মক শব্দ ধাতুরূপে ব্যবহৃত হলে তাকে ধ্বন্যাত্মক ধাতু বলে। যেমন ঃ হাঁক—হাঁকে। ফুঁক—ফুঁকে। হাঁফ—হাঁফা (হাঁফাস)। চড়চড় + আ = চড়চড়া (গাল চড়চড়ায়)। মচমচ + আ—মচমচা (মচমচায়) ইত্যাদি।

**৩। যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু ঃ** 'কর্', 'হ', 'দে', 'পা' প্রভৃতি কতগুলো ধাতুর সাথে নানা বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করে সংযোগমূলক ধাতু গঠিত হয়। যেমন ঃ একমত-হ, রাজি-হ, জবাব-দে, শিক্ষা-দে, লজ্জা-পা, হাবুডুবু-খা, ভাল-বাস, আগ-বাড়।

তাহলে গঠন বিচারে ক্রিয়াপদের শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ হয়ে থাকে ঃ

১. মৌলিক ক্রিয়া ঃ মৌলিক ধাতু থেকে তৈরি। যেমন ঃ করে, পড়ছে।

২. প্রয়োজক ক্রিয়া ঃ দেখাও, খাওয়াও।

৩. নামধাতুজ ক্রিয়া ঃ হাতায়, ঘুমায়।

৪. ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া ঃ কনকনায়।

৫. যৌগিক বা সংযোগমূলক ক্রিয়া ঃ ভোট দে।

### সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া

বাক্যের অন্য পদের সাথে সম্পর্ক বিচারে ক্রিয়াপদ দু ধরনের হয় ঃ ১. সকর্মক ও ২. অকর্মক ক্রিয়া।

যে ক্রিয়ার কোন বিষয় বা কর্ম থাকে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন ঃ রানা বই পড়ে। এখানে পড়ে ক্রিয়ার কর্ম হল 'বই'। এখানে 'পড়ে' সকর্মক ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

যে ক্রিয়ার কোন বিষয় বা কর্ম থাকে না তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন ঃ সূর্য উঠেছে, রীনা আসবে— এসব অকর্মক ক্রিয়ার উদাহরণ।

যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন ঃ গরিবকে পয়সা দাও। এখানে 'গরিবকে' আর 'পয়সা' দুটি কর্ম।

### সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া

যে ক্রিয়া দিয়ে বাক্য গঠন সম্পূর্ণ হয় তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন ঃ রানা কাল এসেছে। আমিনা মন দিয়ে লেখাপড়া করছে। এখানে বাক্যগুলোয় সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পেয়েছে বলে ক্রিয়াপদগুলোকে সমাপিকা ক্রিয়া বলা হয়।

যে ক্রিয়ারূপের দ্বারা বাক্যের গঠন সম্পূর্ণ হয় না তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যে ক্রিয়ারূপের দ্বারা বাক্য পূর্ণাঙ্গ হয় না এবং বাক্যটি সমগ্রভাবে সার্থকও হয় না, বাক্যের গঠন ও সামগ্রিক অর্থের সম্পূর্ণতার জন্য একটি সমাপিকা ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে—তাকেই বলে অসমাপিকা ক্রিয়া। যেমন ঃ ক্লাসে এসে আমি বই খুলল। এখানে 'এসে' ক্রিয়াবাচক পদ হলেও 'ক্লাসে এসে' এটুকু বললে বাক্যটির গঠন সম্পূর্ণ হয় না। 'আমি বই খুলল' বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ হয়। তাই বাক্যের 'এসে' পদটি অসমাপিকা ক্রিয়া এবং 'খুলল' পদটি সমাপিকা ক্রিয়া।

সমাপিকা ক্রিয়াতে বাক্যের গঠন সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু অসমাপিকাতে বাক্যের গঠন সম্পূর্ণ হয় না। সমাপিকা ক্রিয়া এককভাবেও একটি বাক্যের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু অসমাপিকা কোনও ক্ষেত্রেই তা পারে না।

সমাপিকা ক্রিয়াপদের রূপের পরিবর্তন হয় বাক্যের উদ্দেশ্য পদের পুরুষ অনুসারে। যেমন ঃ আমি **পড়ি** ; সে **পড়ে** ; তুমি **পড়** ; তিনি **পড়েন**। কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়াপদের এমন কোনও পরিবর্তন ঘটে না। যেমন ঃ আমি **এসে** পড়ব, তুমি **এসে** পড়বে, সে এসে পড়বে। তিনি **এসে** পড়বেন।

### ক্রিয়ার বাচ্য

**১. কর্তৃবাচ্য ঃ** যে ক্রিয়ার কর্তাই বাক্যমধ্যে প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া বলে। যেমন ঃ শমী বই পড়ে। আমিন কলেজে যায়। লোকে বলে।

**২. কর্মবাচ্য ঃ** যে ক্রিয়ার কর্তার পরিবর্তে কর্ম প্রাধান্য লাভ করে তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন ঃ চিঠি লেখা হচ্ছে। দই খাওয়া হবে। গান শোনা হচ্ছে।

**৩. ভাববাচ্য ঃ** কর্তা অথবা কর্ম অপ্রধান হয়ে ক্রিয়ার ঘটনাই মুখ্যরূপে প্রতীয়মান হলে, তাকে ভাববাচ্য বলে। যেমন ঃ কোথায় যাওয়া হচ্ছে ? কবে আসা হল ? তোমাকে হাঁটতে হবে।

**৪. কর্মকর্তৃবাচ্য ঃ** যে বাক্যে কর্মই কর্তার মত ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলে। যেমন ঃ পানি বাড়ছে। ধান বিক্রি হচ্ছে। শাঁখ বাজে।

## ক্রিয়ার কাল

ক্রিয়ার সময়কে কাল বলে। কোন কাজ সম্পাদনের জন্য যে সময়ের দরকার তাকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন দিক থেকে বিবেচনা করা চলে। কাজ সম্পন্ন হওয়ার সময় 'এখন হচ্ছে', 'আগে হয়েছে,' অথবা 'পরে হবে'—এসব দিক বিবেচনায় ক্রিয়ার কাল প্রসঙ্গ আসে।

প্রত্যয় বা বিভক্তির যোগে ক্রিয়ার রূপান্তর ঘটলে, ক্রিয়া ব্যাপারটি সাধারণত 'ঘটে', 'ঘটে থাকে', বা 'এখনও ঘটছে', কিংবা 'অতীতে সম্পন্ন হয়ে গেছে', অথবা 'ভবিষ্যতে ঘটবে'—এ ধরনের কালের বোধ হয়, তাকে বলে ক্রিয়ার কাল।

সমাপিকা ক্রিয়ারই কালরূপ হয়, অসমাপিকা ক্রিয়ার কালরূপ হয় না, কারণ অসমাপিকা ক্রিয়া সব সময় অপরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সমাপিকা ক্রিয়াপদের রূপ প্রধানত তিন রকম হয়। যেমন ঃ

১. বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াপদের রূপে যদি এমন বোঝায় যে, উদ্দিষ্ট ক্রিয়া ব্যাপারটি বর্তমানে ঘটে, ঘটে থাকে বা ঘটছে তা হলে, সে ক্রিয়ার কালরূপকে বর্তমান কাল বলে। যেমন ঃ রানা চলে। আমি চলি। রীনা চলছে ইত্যাদি।

২. বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াপদের রূপে যদি এরূপ বোধ হয় যে, উদ্দিষ্ট ক্রিয়া ব্যাপারটি এইমাত্র ঘটল কিংবা অতীতে ঘটেছিল বা ঘটছিল বা ঘটত—তাহলে সে ক্রিয়ার কালরূপকে বলে অতীত কাল। যেমন ঃ রানা চলল। খোকা চলত। আমি চললাম। তুমি চলেছিলে ইত্যাদি।

৩. বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াপদের রূপে যদি এরূপ বোধ হয় যে, উদ্দিষ্ট ক্রিয়া ব্যাপারটি এখনও ঘটেনি, ভবিষ্যতে ঘটবে—তাহলে, সে ক্রিয়ার কাল রূপটিকে বলে ভবিষ্যৎ কাল। যেমন ঃ আমি চলব, সে চলবে, তুমি চলবে ইত্যাদি।

তাহলে ক্রিয়ার কাল প্রধানত তিন প্রকার। যেমন ঃ (১) বর্তমান কাল, (২) অতীত কাল ও (৩) ভবিষ্যৎ কাল।

**১. বর্তমান কাল ঃ** যে ক্রিয়া বর্তমান সময়ে সম্পন্ন হয়, তাকে বর্তমান কাল বলে। যেমন ঃ আমি পড়ি, রনি যায়, সে আসে ধীরে।

**২. অতীত কাল ঃ** যে ক্রিয়া আগে ঘটে গেছে তার কালকে অতীত কাল বলে। যেমন ঃ আমি পড়েছি, শমী গেছে, আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে।

**৩. ভবিষ্যৎ কাল ঃ** যে ক্রিয়া পরে ঘটবে তার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন ঃ আমি পড়ব, রানু যাবে, মিতা আসবে আমার মন বলে।

প্রত্যেক কাল আবার চার ভাগে ভাগ হতে পারে। যেমন ঃ

**বর্তমান কাল ঃ**
১. সাধারণ বা নিত্য বর্তমান
২. ঘটমান বর্তমান
৩. পুরাঘটিত বর্তমান
৪. বর্তমান অনুজ্ঞা।

**অতীত কাল ঃ**
১. সাধারণ অতীত
২. ঘটমান অতীত
৩. পুরাঘটিত অতীত
৪. নিত্যবৃত্ত অতীত।

**ভবিষ্যৎ কাল ঃ**
১. সাধারণ ভবিষ্যৎ
২. ঘটমান ভবিষ্যৎ
৩. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ
৪. ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা।

নিচে এসব কাল বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল ঃ

## বর্তমান কাল

**১। সাধারণ বা নিত্য বর্তমান কাল ঃ** যে ক্রিয়া সাধারণত, নিত্য বা সব সময় ঘটে তার কালকে সাধারণ বা নিত্য বর্তমান কাল বলে। যেমন ঃ রানা **পড়ে** ; তিনি **যান** ; সূর্য **ওঠে** ; বাঙালিরা ভাত **খায়** ; তেল পানিতে **ভাসে** ইত্যাদি। এই কালে ক্রিয়া স্বভাবত, সাধারণত, নিয়মিত, সচরাচর, নিত্য বা সর্বকালে ঘটে।

কোনও অতীত ঘটনা বা ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় অতীত কালের পরিবর্তে সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার হলে তাকে ঐতিহাসিক বর্তমান বলে। যেমন ঃ তুর্কিরা ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশে **আসে**। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন **হয়**। কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ **করেন**। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ **হয়**।

উত্তম পুরুষে অনুজ্ঞার ভাব প্রকাশ করলে সাধারণ বর্তমান কাল হয়। যেমন ঃ এস আমরা **বেড়াই**, তবে আমরা **যাই**। নঞর্থক অব্যয়যোগে অতীতকালের জন্য সাধারণ বর্তমান কাল হয়। যেমন ঃ বুলবুল একথা আমাকে **বলেন** নি ; তুমি আমাকে আসতে **দেখনি**।

'যখন', 'যেন' প্রভৃতির যোগে কখনও কখনও অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে সাধারণ বর্তমান কাল হয়। যেমন ঃ কামাল সাহেব যখন কাল **আসেন** (আসলেন) তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। দোয়া করুন, এ যাত্রা যেন রক্ষা **পাই** (পাব)।

২। **ঘটমান বর্তমান কাল** ঃ কোনও ক্রিয়া বর্তমানে ঘটছে এমন বোঝালে ঘটমান বর্তমান কাল হয় । কাজটি চলছে, এখনও শেষ হয়নি এমন ভাব প্রকাশ করা হয় একালের মাধ্যমে। যেমন ঃ আমি **পড়ছি**। বেবি **যাচ্ছে**। শীতের বাতাস **বইছে**। বাগানে **বেড়াচ্ছি**।

যে ক্রিয়ার অগৌণে ঘটনার সম্ভাবনা, বর্তমানের কাছাকাছি ভবিষ্যৎকালে তেমন ক্রিয়া বোঝাতে ঘটমান বর্তমান কালের প্রয়োগ হয়। যেমন ঃ বকুল সন্ধ্যায় গাড়িতে **আসছে**।

৩। **পুরাঘটিত বর্তমান কাল** ঃ যে ক্রিয়া সবেমাত্র ঘটেছে, এখনও তার ফল বর্তমান আছে তাকে পুরাঘটিত বর্তমান কাল বলে। যেমন ঃ বৃষ্টির জন্য পথে কাদা **হয়েছে**। আহমদ আজ **এসেছেন**। পলাশ ভাত **খেয়েছে**। আমি বই **পড়েছি**।

৪। **বর্তমান অনুজ্ঞা** ঃ বর্তমান কালে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা, আশীর্বাদ ইত্যাদি বোঝালে তাকে বর্তমান অনুজ্ঞা বলে। যেমন ঃ এখনই এ কাজটি **কর**। সামনে থেকে চলে **যাও**। সুখী **হও**। দয়া করে **বসুন**। তাকে প্রাণে **বাঁচাও**। আবার তোরা মানুষ **হ**। সুখে **থাক**।

## অতীত কাল

১। **সাধারণ অতীত কাল** ঃ যে ক্রিয়া কোনও অনির্দিষ্ট অতীত কালে ঘটেছে তার কালকে সাধারণ অতীত কাল বলে। যেমন ঃ তিনি বাড়ি **গেলেন**। চন্দনা বইটা **পড়ল**। তার মুখে হাসি **ফুটল**। পিয়াল চলে **গেল**। তিনি আদেশ **করলেন**।

এই মাত্র ঘটেছে এমন ক্রিয়া, অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তের ক্রিয়া বোঝাতেও অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষত সংলাপে সাধারণ অতীত কাল হয়। যেমন ঃ **এলাম** তোমাকে দেখতে। এই মাত্র গাড়ি **ছাড়ল**।

২। **ঘটমান অতীত কাল** ঃ যে ক্রিয়া অতীত কালে চলছিল, অতীতে শুরু হয়েও তা অসমাপ্ত ছিল এমন বোঝাতে ঘটমান অতীত কাল হয়। যেমন ঃ মা তখন শিশুকে ঘুম **পাড়াচ্ছিলেন**। তাঁকে যখন দেখি তখন তিনি ক্লাসে **পড়াচ্ছিলেন**। মহুয়া চিঠি **লিখছিলেন**। শিউলি তখন হৈ চৈ **করছিল**।

৩। **পুরাঘটিত অতীত কাল** ঃ যে ক্রিয়া আগেই শেষ হয়ে গেছে তার কালকে পুরাঘটিত কাল বলে। যেমন ঃ বিনু ক্লাসে **গিয়েছিল**। কথাটি আমি **বলেছিলাম**। বইটি **পড়েছিলাম**। রানা **এসেছিল**।

৪। **নিত্যবৃত্ত অতীত কাল** ঃ যে ক্রিয়া অতীত কালে সব সময় বা নিয়মিতভাবে ঘটত এমন বোঝালে তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে। যেমন ঃ আমি খুব **খেতাম**, এখন পারি না। তিনি প্রতিদিন সকালে **বেড়াতেন**। ছুটিতে আমরা দেশ ভ্রমণ **করতাম**। পরীক্ষায় ভাল করলে সাহানার খুব আনন্দ **হত**।

## ভবিষ্যৎ কাল

১। **সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল ঃ** যে ক্রিয়া এখনও ঘটেনি ভবিষ্যতে ঘটবে এমন বোঝালে তাকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন ঃ আমি এখন **পড়ব**। নীলা আগামী বছর পরীক্ষা **দিবে**। চেষ্টা করলে পরীক্ষায় ভাল করতে **পারবে**। মানিক **বলবে**। তিনি ঢাকা **যাবেন**।

২। **ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল ঃ** যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে আরম্ভ হয়ে চলতে থাকবে এমন বোঝালে তাকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন ঃ তিনি ক্লাসে **পড়াতে থাকবেন**। সোনালি যখন নিজের কথা **বলতে থাকবে** তখন তাকে বাধা দিও না। আমি কাজটি **করতে থাকব**।

৩। **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল ঃ** যে ক্রিয়া অতীতকালে হয়ত ঘটেছিল বা ঘটে থাকতে পারে এমন সম্ভাবনা বোঝালে তাকে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন ঃ হয়ত তিনি এ বিষয় **পড়িয়ে থাকবেন**। রঞ্জন হয়ত চিড়িয়াখানা **দেখে থাকবে**। নন্দিনী এ গল্প কারও কাছে **করে থাকবে**।

৪। **ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা ঃ** আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, প্রার্থনা ইত্যাদি বোঝাতে যে ক্রিয়া পরে হবে এমন বোঝায় তাকে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা বলে। যেমন ঃ কাল সকালে **এসো**। ইলোরা যেন কাল **যায়**। দয়া করে **আসবেন**। মনোযোগ দিয়ে **পড়ো**। কখনও মিথ্যা **বলো** না।

**কাল নির্ণয় ঃ**

১। **গাইতাম** গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি
কভু বা প্রভুর সহ **ভ্রমিতাম** সুখে
নদী তটে।
—গাইতাম, ভ্রমিতাম ঃ নিত্যবৃত্ত অতীত কাল।

২। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ **সংঘটিত হয়**। ঃ ঐতিহাসিক বর্তমান কাল।

৩। শরীফ গতকাল বাড়ি **যাননি**। ঃ পুরাঘটিত অতীত কাল।

৪। আগে প্রতি বছর এখানে **খেলা হত**। ঃ নিত্যবৃত্ত অতীত কাল।

৫। আমি যেন দেখতে **পেলাম** নদীতে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। ঃ পুরাঘটিত বর্তমান কাল।

৬। হায়, যদি হারানো দিন **ফিরে পেতাম**। ঃ নিত্যবৃত্ত অতীত কাল।

৭। আগামী বছর এ সময়ে আমি লন্ডনে অবস্থান **করব**। ঃ সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল।

৮। গাছে ফুল **ফুটে**। ঃ সাধারণ বর্তমান।

৯। যদি পড় **জানতে পারবে**। ঃ সাধারণ ভবিষ্যৎ

১০। বালকেরা স্কুলে **যাচ্ছে**। ঃ ঘটমান বর্তমান।

১১। ফারুক কাল সকালেই ঢাকা **যাচ্ছেন**। ঃ সাধারণ ভবিষ্যৎ।

১২। এইমাত্র রীতা বাড়ি **গেল**। ঃ সাধারণ অতীত।

১৩। কে লতাকে এ কথা **বলেছিল**। ঃ পুরাঘটিত অতীত।

১৪। আমি আজ বিকালে বাজারে **যাব**। ঃ সাধারণ ভবিষ্যৎ।

১৫। এতক্ষণে তারা হয়ত সেখানে **পৌঁছে থাকবে**। ঃ পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ।

১৬। রোজিকে আমি শিমুল ফুল **ভাবি**। ঃ সাধারণ বর্তমান।

১৭। খাঁচাখানা **দুলছে** মৃদু হাওয়ায়। ঃ ঘটমান বর্তমান।

১৮। বসতে **আজ্ঞা হোক**। ঃ বর্তমান অনুজ্ঞা।

১৯। কাশীরাম দাস **ভনে শুনে** পূণ্যবান। ঃ নিত্য বর্তমান।
২০। দিকে দিকে আগুন **জ্বলছে**। ঃ ঘটমান বর্তমান।
২১। সাতাশ **হত** যদি একশ সাতাশ। ঃ নিত্যবৃত্ত অতীত।
২২। আজি কি তোমার মধুর মূরতি **হেরিনু** শারদ প্রাতে। ঃ সাধারণ অতীত।
২৩। **শুনিতাম** বনবীণা বনদেবী করে। ঃ নিত্যবৃত্ত অতীত।

## অনুশীলনী

১। ক্রিয়ার কাল কয়টি ও কি কি ? উদাহরণ ও শ্রেণীবিভাগসহ যে-কোন একটি কালের পরিচয় দাও।
২। উদাহরণসহ পার্থক্য নির্দেশ কর ঃ সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া ; সাধারণ বর্তমান ও ঐতিহাসিক বর্তমান।
৩। প্রযোজক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়া উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
৪। উদাহরণসহ সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।
৫। উদাহরণসহ সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।
৬। মিশ্র ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি ? আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।
৭। কর্মকর্তৃবাচ্য কাকে বলে ? ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও।
৮। 'পুরুষভেদে ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ হয় কিন্তু বচনভেদে হয় না'।—উদাহরণযোগে উক্তিটি বুঝিয়ে দাও।
৯। কোন ক্ষেত্রে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াতে বর্তমানের রূপ হয় তা উদাহরণসহ দেখাও।
১০। ক্রিয়ার কাল কি ? ভবিষ্যৎ কালের বিভিন্ন রূপের উদাহরণ দাও।
১১। বর্তমান অনুজ্ঞা ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার পার্থক্য নির্ণয় করে প্রত্যেকটির দুটি করে উদাহরণ দাও।
১২। ক্রিয়ার কাল বলতে কি বোঝ ? কালগুলোর নাম উল্লেখ কর এবং প্রতিটির উদাহরণ দাও।
১৩। ক্রিয়ার যে-কোন একটি কালের সংজ্ঞা ও উদাহরণসহ শ্রেণীবিভাগ কর।
১৪। অনুজ্ঞা বলতে কি বোঝ ? উদাহরণসহ লেখ।
১৫। বিশিষ্ট অর্থে নিত্য বর্তমান কালের পাঁচটি প্রয়োগ দেখাও।
১৬। নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলতে কি বোঝ ? এর বিশিষ্ট ব্যবহার দেখিয়ে তিনটি বাক্য রচনা কর।
১৭। দৃষ্টান্তসহ ক্রিয়াপদের কালগত গঠন প্রকৃতি বর্ণনা কর।
১৮। যে-কোন তিনটির উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখ ঃ ঐতিহাসিক বর্তমান ; নিত্যবৃত্ত অতীত; ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা ; পুরাঘটিত অতীত; সাধারণ বর্তমান।
১৯। যে-কোন **পাঁচটির** উদাহরণ দাও ঃ
ঘটমান অতীত; পুরাঘটিত বর্তমান ; নিত্যবৃত্ত অতীত ; সম্ভাব্য অতীত ; ঐতিহাসিক বর্তমান ; ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা।
২০। স্বরচিত বাক্যে নিত্যবৃত্ত অতীত কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট ব্যবহার দেখিয়ে চারটি বাক্য রচনা কর।